লালগড়ের গণআন্দোলনের নেপথ্য কাহিনি

চন্দন রাউত

'তীক্ষ্ণ পাটন করে টনটন/ নগ্ন টাঙ্গির ধার...'। ঝাড়গ্রামের লোককবি ভাবতোষ শতপথির কালজয়ী এই লাইন একসময় ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারীদের বুকে আগুন জ্বেলেছিল। সেই তীক্ষ্ণ পাটন আর নগ্ন টাঙ্গি নিয়ে জাতিসত্ত্বা, ধর্ম, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নিজভূমে পরিচয়ের ঘোর সঙ্কটকালে রাস্তায় নামল আদিবাসীরা। অত্যাচারিত আদিবাসীদের নিয়ে লেখা হল লালগড়ে 'দলিলপুরের দলিল'।

২ নভেম্বর শালবনির কলাইচণ্ডী কালভার্টের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে হামলা চালায় মাওবাদীরা। মাওবাদীদের মাইন বিস্ফোরণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের দ্বিতীয় এসকর্ট গাড়ির ৬জন পুলিশ আহত হয়। শালবনির বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর পুলিশি ধরপাকড় শুরু হয় লালগড়ে।

৪ নভেম্বর রাতে লালগড় থানার আই সি সন্দীপ সিংহ রায় মাওবাদী খুঁজতে গিয়ে দলিলপুর, ছোটপেলিয়া, কাঁটাপাহাড়ি এলাকায় মহিলাদের মারধর শুরু করে। কাঁটাপাহাড়ির অন্তঃসত্ত্বা লক্ষ্মী প্রতিহারকে মেরে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। আই সি সন্দীপ সিংহ রায় স্কুল ছাত্র সহ স্কুল শিক্ষক এবং গ্রামবাসীদের তুলে নিয়ে আসে। পুলিশের বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে আহত হন ১৫ জন মহিলা। ৫ নভেম্বর সকাল থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ। গ্রাম খালি করে আদিবাসী মানুষেরা রাস্তায় নেমে আসেন। পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে রাস্তা কেটে, গাছ কেটে অবরোধ শুরু হয়। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে একজায়গা থেকে আর এক জায়গায়। লালগড়, বেলপাহাড়ি, ঝাড়গ্রাম, বিনপুর থানা, বেলপাহাড়ির ক্যাম্পের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় হাজার হাজার আন্দোলনকারীরা। পুলিশি অত্যাচার, প্রশাসনিক বঞ্চনার প্রতিবাদে লালগড়ের দলিলপুরে গড়া আদিবাসীদের গণআন্দোলন মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, দহিজুড়ি, জামবনি, বেলপাহাড়ি, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, সাঁকরাই সহ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম সহ বিভিন্ন জেলায়। আদিবাসীদের গণআন্দোলনের পাশে দাঁড়ায় কুড়মি ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করে বনধ ডাকে এস ইউ সি আই, বনধ ডাকা ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টি। ঝাড়খণ্ড পার্টি (আদিত্য) তাদের জনসমাবেশ বাতিল করে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করে।

লালগড়ে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনে যোগ দিয়ে মহকুমা সহ বিভিন্ন জেলায় অবরোধ শুরু করে ভারত জাকাত মাঝি মাড়ওয়া, জুয়ানগাঁওতা, জুমিত গাঁওতা, এসেকা সহ আরও বেশ কয়েকটি ছাত্র সংগঠন। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে কুড়মি ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। প্রশাসন লালগড়ে বেশ কয়েকদফা আলোচনা চালালেও সমাধান সূত্র অধরাই থেকে যায়। ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসনের কাছে ১১ দফা দাবি সনদ পেশ করেছে দলিলপুরের পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি।

অন্যদিকে আদিবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনকে ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে পুলিশ ও প্রশাসন। তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে কয়েকটি আদিবাসী সামাজিক সংগঠনকে। বেলপাহাড়ির আন্দোলনের নেতা মানিক মান্ডির কথায় আদিবাসীদের মধ্যে বিভাজন দেখা দিয়েছে। দিশম মাঝি জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে অবরোধ তুলে নিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করেছে। কিন্তু আমরা বিভাজন হতে দেব না। লালগড়ের আন্দোলন চলবে। কেন এই দলিলপুর? সরেজমিনে দেখা গেছে আন্দোলনের নেপথ্যে বহু অ-কথিত কাহিনি লুকিয়ে রয়েছে। বহু বছর ধরে অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত আদবাসীরা মানুষের সেই অ-কথিত কাহিনির ভিতে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে। প্রথমত, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলা সহ সমগ্র জঙ্গলমহলে আদিবাসীরা ৯০-এর দশকে ঝাড়খণ্ডী আন্দোলনে গা মিলিয়েছিল। হাজার হাজার আদিবাসী মানুষ নিজস্ব পরিচয় আর জাতিসত্ত্বা রক্ষার জন্য। সেই আন্দোলনের পর আইনের কিছু সংযোজন বিয়োজন হলেও সামগ্রিক মানোন্নয়নের বিকাশ ঘটেনি। দিকু মহাজনেরা তাদের রূপ পালটে, কায়দা - কানুন পালটে ফের আদিবাসী মানুষেদের শোষণ অত্যাচার শুরু করে।

তৃতীয়ত, স্বাধীন ভারতের আদিবাসী মানুষরা তাদের দাবি দাওয়া সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দিয়ে জানান দেওয়ার চেষ্টা করলেও নেতারা শুধুমাত্র ভোটবাক্স রক্ষার স্বার্থে আদিবাসী উন্নয়নের কথা বলে তাদের ব্যবহার করেছে মাত্র।

চতুর্থত, সরকার বিভিন্ন সময়ে আদিবাসী জনজাতির স্বার্থরক্ষার জন্য উন্নয়ন খাতে টাকা বরাদ্দ করলেও তা

নেতারা পকেটস্থ করেছে। পাহাড় - জঙ্গল এলাকার গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ রাস্তা সবই অধরা হয়ে রয়েছে।

পঞ্চমত, পাহাড় - জঙ্গল এলাকাকে কেন্দ্র করে মাওবাদী আন্দোলন ক্রমশ বিস্তার লাভ এবং তাদের নাশকতামূলক কাজকর্ম চলতে থাকায় পুলিশ - প্রশাসন মাওবাদী খুঁজতে গিয়ে বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। ঘরের ধান - চাল নষ্ট করা হয়েছে। মহিলাদের মারধর করা হয়েছে, এমনকি শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদেরও নির্যাতন করা হয়েছে। মাওবাদী নাশকতার যুক্ত সন্দেহে স্কুল ছাত্র, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, খেটে খাওয়া মজুরদের বছরের পর বছর কারাগারের অন্তরালে রাখা হয়েছে।

ষষ্ঠত, আদিবাসী ভাষা শিক্ষা ব্যাপারে পিছিয়ে পড়া পশ্চিমাঞ্চলে সরকারি উদ্যোগ খুবই নগণ্য। শুধুমাত্র ২০০২ সালে সালখানা মুর্মুর নেতৃত্বে আদিবাসী ভাষা আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সপ্তমত, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় আদিবাসী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে এই জঙ্গলখণ্ডে সিপিএম ও পুলিশের দ্বারা বারে বারে আদিবাসী মানুষরা অত্যাচারিত হয়েছে। জামবনির কাশিডাঙা গ্রামে ১৪টি আদিবাসি পরিবারের বাড়িঘর প্রকাশ্যে জ্বালিয়ে দিয়ে লুটপাঠ চালানো হয়েছে। এছাড়াও সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি আদিবাসী মানুষদের ব্যবহার করার লক্ষ্যে হেঁটেছে।

অষ্টমত, জঙ্গলমহলে আদিবাসী মানুষজন নির্বাচনে সিপিএমকে হটিয়ে ঝাড়খণ্ড পার্টিকে প্রতিষ্ঠা করলেও ঝাড়খণ্ডী মানুষরা পুলিশি অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাননি।

এই সমস্ত কারণ ছাড়াও ধর্মীয় এবং সামাজিক বঞ্চনা দলিলপুরের ঘটনাকে উসকে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই আদিবাসী মানুষের মনের মধ্যে ক্ষোভ জমা হয়ে রয়েছিল। শালবনি বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর পুলিশের অত্যাচার ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলে দিল। আদিবাসীরা গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে লালগড়ে দলিলপুরের ১৩ দফা দাবির দলিল লিখল। অত্যাচার বন্ধ, ক্ষতিপূরণ, ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনকে আন্দোলনকারীরা জানল মাওবাদী সন্দেহে গত ১০ বছর ধরে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মামলা থেকে অব্যাহতি, এলাকার পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেওয়া, সিপিএমের হামলা ঠেকানো। অন্যদিকে পুলিশ, সিপিএম দলিলপুরে গঠিত হওয়া 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি'র প্রস্তাবকে মাওবাদীদের প্রস্তাব বলে আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের কমিটির সভাপতি লালমোহন টুডু, সম্পাদক সিধু সোরেনদের জবাব, পুলিশ ক্যাম্প থাকলেই তো আমাদের ওপর অত্যাচার চালাবে। আদিবাসী মহিলাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার চালাবে। দলিলপুরের পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটির নেতা সিংরাই কিসকু কেঁদে ফেললেন, দুটো হাত ধরে বললেন, ছিতামণির চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। ছিতামণি মুর্মু। ছোটপেলিয়ার বাসিন্দা। বয়স ৪৫ বছর। ৪ নভেম্বর রাতের লালগড় থানার আই সি -র নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী গিয়ে ছিতামণি, পানমণি, ডোমণি, গঙ্গাণিদের বেধড়ক মারধর করে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাঁর বাঁ - চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। প্রশাসন চিকিৎসার আশ্বাস দিলেও তার সুরাহা হয়নি।

সিং রাই কিস্কু বললেন, এই এলাকায় সমস্ত রেশন দোকান সপ্তাহে একদিন খোলা থাকে। যারা গরিব মানুষ, যারা টাকা - পয়সার অভাবে রেশনের জিনিসপত্র কিনতে পারে না তাদের জিনিস ব্ল্যাকে বিক্রি হয়। অথচ দেখুন সরকার প্রসাসন বলছে অবরোধে রেশন পৌঁছায় না। জনগণ আর্থ - সামাজিক পরিকাঠামো, নেতা - অফিসারদের দুর্নীতি, জাতিসত্তার আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছে। অন্যদিকে ৩০ বছরের বামশাসনের আদিবাসী মানুষজনদের পণ্য করা হয়েছে। এর দায় তো সরকারকে নিতেই হবে।

ঝাড়গ্রামের বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতির গবেষক সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, আদিবাসী মানুষেরা সহজ - সরল। সিধু - কানহুর পরবর্তী সময় থেকে তাঁরা বিভিন্নভাবে শোষিত নির্যাতিত হয়ে আসছেন। তুষের আগুন ধিকি জ্বলছিল। শালবনির ঘটনা তাকে বিস্ফোরিত করল। এই আদিবাসী মানুষেরা অতীতে জঙ্গল কেটে জমি তৈরি করেছিল। এই সেই জমি অন্যের হাতে। লালগড়ের উদ্ভুত পরিস্থিতি নিরসনে প্রশাসনের বৈঠক বারে বারে চলছে। ছুটে এসেছেন স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি, সরকারের সাফ ঘোষণা আলোচনার মধ্য দিয়েই সমস্যার সমাধান করতে হবে। তবে যাদের হাতে আন্দোলনোর রাশ নেই সেই তাদেরকে নিয়েই বার বার আলোচনা করলেও লালগড়ের সমস্যা সমাধান হবে না। একটি প্রশাসনের কৌশলমাত্র। লালগড়ে আন্দোলন অন্যপথে পরিচালিত হচ্ছে বলে প্রশাসনের দাবি বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।